



366120 - মাস্কের কারণে থুথু ঠোঁট পর্যন্ত বরে হয়ে আসার পর গলি ফেলোর হুকুম কি?

প্রশ্ন

যহেতু আমরা এখন করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক পরা। কখনও কখনও যখন আমি মাস্কের নীচ থেকে কথা বলি তখন কিছু লাল মাস্ক পর্যন্ত বরেয়ে আসে, কিন্তু খুবই সামান্য। যহেতু মাস্কটি ঠোঁটের সাথে লগে থাকে; আমি সটোক আলাদা করতে পারি না। আমি জানি না যে, এটি কি দ্বিতীয়বার মুখে চলে গলে; নাকি যায়নি? এতে করে কি রোযা ভঙ্গ হব? আর যদি ঠোঁটের মধ্যই এটি শুকিয়ে যাওয়ার পর আমি ঠোঁটদ্বয় একটরি সাথে অপরটিকে মলাই; এরপরও কি এর প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে? নাকি শুকিয়ে গেলে কোন অসুবিধা নাই?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যদি লাল বা থুথু ঠোঁট পর্যন্ত চলে আসে, এরপর কটে অনচ্ছাকৃতভাবে সটেকে গলে ফলে; যমেন জহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভজোলো কিংবা অনুরূপ কিছু মাধ্যমে অনচ্ছাকৃতভাবে— তাহলে তার ওপর কোন কিছু আবশ্যিক হব না। অনুরূপভাবে শুকিয়ে গেলে এরপর ঠোঁটদ্বয় মলিয়ে ফলে। কারণ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এর প্রভাব দূর হয়ে যায়। রোযা ভঙ্গার মূলতঃই কোন কারণ বলবৎ থাকে না; না ইচ্ছাকৃত, আর না ভুলক্রমে। পক্ষান্তরে, যদি ঠোঁট পর্যন্ত থুথু চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সটেকে গলে ফলে; তাহলে রোযা ভঙ্গার ব্যাপারে মতভদে রয়েছে। বসিতারতি জবাবে সেই মতভদে দেখুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি লাল বা থুথু ঠোঁট পর্যন্ত চলে আসে, এরপর কটে অনচ্ছাকৃতভাবে সটেকে গলে ফলে; যমেন জহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভজোলো কিংবা অনুরূপ কিছু মাধ্যমে অনচ্ছাকৃতভাবে; তাহলে তার ওপর কোন কিছু আবশ্যিক হব না। অনুরূপভাবে শুকিয়ে গেলে এরপর ঠোঁটদ্বয় মলিয়ে ফলে। কারণ শুকিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে এর প্রভাব দূর হয়ে যায়। রোযা ভঙ্গার মূলতঃই কোন কারণ বলবৎ থাকে না; না ইচ্ছাকৃত, আর না ভুলক্রমে। পক্ষান্তরে, যদি ঠোঁট পর্যন্ত থুথু চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সটেকে গলে ফলে; তাহলে রোযা ভঙ্গার ব্যাপারে মতভদে রয়েছে:

শাফয়েি ও হাম্বলি মায়হাব মতে, এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গে যাবে। কেননা থুথু এর স্বস্থান থেকে বচ্ছিনি হয় গেছে। থুথুর স্থান হচ্ছ মুখের অভ্যন্তর। তাই বরেয়ে পড়া থুথুকে গলে ফলো অন্য য়ে কোন বচ্ছিনি জনিসিকে গলে ফলোর মত।



যহেঁ থুথু গলি ফলেলে রোযা ভাঙগবে না সবে প্ৰসঙগে ইমাম নববী বলনে: “এর স্বস্থান থেকে এটাকে গলি ফেলো। যদি মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, এরপর জহ্বা দিয়ে কহ্বা অন্য কিছু দিয়ে মুখে ফরিয়ে নিয়ে; তাহলে রোযা ভাঙগে যাবে।

আমাদের মাযহাবের আলমেগণ বলনে: এমনকি যদি ঠোঁটেরে পঠি বেরিয়ে আসে, এরপর মুখে ফরিয়ে নিয়ে গলি ফলে; তাহলে রোযা ভাঙগে যাবে। কারণ এই ফরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে সেই ব্যক্তিকিসুরকারী এবং যহেঁতে থুথু ক্ষমার্হেরে স্থান থেকে বেরিয়ে গছে। আল-মুতাওয়াল্লি বলনে: যদি ঠোঁট প্ৰযন্ত বেরিয়ে যায়, এরপর মুখে ফরিয়ে নিয়ে গলি ফলে; তাহলে রোযা ভাঙগে যাবে।”[আল-মাজমু (৬/৩৪২) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে: “যদি তার থুথু বেরিয়ে কাপড়ে পড়ে, কহ্বা আঙুলেরে মাঝখানে পড়ে কহ্বা ঠোঁটেরে মাঝখানে বেরিয়ে আসে; এরপর সটো মুখে ফরি যায় ও সটোকে গলি ফলে তাহলে রোযা ভাঙগে যাবে। কেননা সেই ব্যক্তি মুখ ব্যতীত অন্য স্থান থেকে সটোকে গলি ফলেছে। তাই এটা অন্য কোন জনিসি গলি ফেলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।”[আল-মুগনী (৩/১৭) থেকে সমাপ্ত]

হানাফি মাযহাব মতে, যদি থুথু মুখ থেকে বচ্ছিন্ন হয় যায়, এরপর মুখে ফরিয়ে নিয়ে তাহলে রোযা ভাঙগ হবে; অন্যথায় নয়।

ফাতহুল ক্বাদরি গ্রন্থে (২/৩৩২) বলনে: “যদি তার থুথু মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, এরপর মুখে প্ৰবশে করায় ও গলি ফলে; যদি মুখেরে সাথে এর সংযোগ বচ্ছিন্ন না হয়; বরং মুখেরে ভেতরে যা আছে সটোর সাথে সংযুক্ত থাকে; যমেন- কোন সুতা থুথুকে চুষে নলি; তাহলে রোযা ভাঙগ হবে না। আর যদি থুথু মুখ থেকে বচ্ছিন্ন হয় যাওয়ার পর সটোকে নিয়ে মুখে ফরিয়ে দয়ো হয়; তাহলে রোযা ভাঙগে যাবে। তবে কোন কাফ্ফারা আবশ্যক হবে না। যমেনভাবে কটে যদি অন্য কারণে থুথু গলি ফলেলে রোযা ভাঙগে যায়। আর যদি মুখেরে ভেতরে থুথু জমার পর সটোকে গলি ফলে তাহলে সটো মাকরুহ। তবে এতে রোযা ভাঙগবে না।”[সমাপ্ত]

যে থুথু মাস্করে মধ্য জমা হয় ও মুখ থেকে বাহিরে বচ্ছিন্ন হয় যায়; সটোকে এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। সটোকে ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরায় মুখে ফরিয়ে নিয়ে ও গলি ফেলো যাবে না।

আর যটোকে এড়িয়ে চলা কঠনি কহ্বা যটো অনচ্ছিকৃতভাবে মুখে ঢুক যায়; সটো ক্ষমার্হ। কেননা তা যৎসামান্য। যা থেকে বঁচে চলা কঠনি। শরয়িত ওয়ু করার পর মুখেরে মধ্য যটেকু পানরি প্ৰভাব মুখে থেকে যায় সটোকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

আর যটোর ব্যাপারে নশ্চিতি জানা যায় না; সটো ক্ দ্বিতীয়বার মুখে প্ৰবশে করছে; নাকি করনে: এর প্ৰভাবকে অকার্যকর করে দয়ো ও ববিচেনায় না-নয়োয় যুক্তযুক্ত। কেননা মুল বধিান হলো এটা রোযা ভাঙগকারী না-হওয়া এবং থুথু মুখে ফরি না- যাওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।